প্রথম আলো

তারিখ ... 8 SEP 2009 ...
পৃষ্ঠা ... 8 ... কলাম ... 2 ...

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার এক্ষেত্রে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিল। রাজনৈতিক শাসনামলে এ খাতের অনিয়মকারীরা যেন বেপরোয়া হয়ে না ওঠেন, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

দেশের ৫১টির মধ্যে ৪৭টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অবৈধভাবে চলছে বলে খবরে কিছুটা অবাক হতে হয়। লোকে এতে খুবই অবাক হতো, যদি তাদের বিরুদ্ধে এর আগে তেমন কোন অভিযোগ না উঠত বা কম উঠত। হাতেগোনা কয়েকটি বাদে অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধেই ইতিমধ্যে উঠেছে এন্তার অভিযোগ। সেসব তদন্তে সরকার উদ্যোগীও হয়েছিল। বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়কে সময় দিয়ে বলা হয়েছিল, তারা যেন শর্ত পূরণ করে। এক্ষেত্রে কতটা উন্নতি হয়েছে, তা বোঝা যায় যুগান্তরে প্রকাশিত গতকালের প্রতিবেদনে। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়েরই স্থায়ী ক্যাম্পাস নেই। মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও তারা স্থায়ী ক্যাম্পাস গড়ে তোলেননি। সনদ বাতিলের খড়্গ ঝুললেও তারা শর্ত পূরণ করছেন না কেন বোধগম্য নয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান এ বিষয়ে যে বক্তব্য দিয়েছেন, তাতে তার হতাশাই ফুটে উঠেছে। তিনি স্পষ্টতই বলেছেন, শিক্ষার্থীদের দিকে তাকিয়ে ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত নতুন আইন হাতে এলে অনিয়মের ক্ষেত্রে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া সহজ হবে বলে তার মন্তব্যে বোঝা যায়, পুরনো আইনে ইউজিসি কিছুটা অসহায় ছিল। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণে তাদের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। এটা জরুরি হয়ে উঠত না— খাতটির সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা যথাযথ আচরণ করলে। বিভিন্ন শাসনামলে যাদের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয়া হয়েছে, তারা একে এক ধরনের ব্যবসা বলেই বিবেচনা করেছেন। মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের বদলে দ্রুত অর্থবিত্ত বাড়ানোই তাদের লক্ষ্য মনে হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মান নিশ্চিত করতে দেরিতে হলেও অবস্থান নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তারা তাতে সহায়তা জোগালে এক্ষেত্রে কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হতো। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পর কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় আদালতের শরণাপন্ন হলে তাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিতে হয়েছে। এক্ষেত্রে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির অপেক্ষায় থাকতে হবে বৈকি। তবে সব ক্ষেত্রে আইনি নিষ্পত্তিকেই বাধা বলা যাবে না। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে জবাবদিহিতায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের সদিচ্ছায়ও ঘাটতি আছে কিনা দেখতে হবে। বিভিন্ন শাসনামলে নীতি ও পদক্ষেপের ধারাবাহিকতা বজায় থাকছে কিনা, সে প্রশ্নও আমরা রাখলাম। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার এক্ষেত্রে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিল। রাজনৈতিক শাসনামলে এ খাতের অনিয়মকারীরা যেন বেপরোয়া হয়ে না ওঠেন, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। যুগান্তরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের অনিয়মের যে চিত্র উঠে এসেছে, তাতে ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে উদ্বিগ্ন হতে হয়। কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করলেও অধিকাংশই যেন প্রতিযোগিতা করছে অব্যাহতভাবে অনিয়ম করে চলার জন্য। স্থায়ীভাবে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগসহ মানসম্পন্ন শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তুলতে তারা উৎসাহী নন। আউটার ক্যাম্পাস, দূরশিক্ষণ কার্যক্রম, আবাসিক এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা— কোন ক্ষেত্রেই আইন, রীতিনীতি বা অঙ্গীকার রক্ষার প্রয়াস দেখা যাচ্ছে না অধিকাংশের মধ্যে। শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে যে জরুরি বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে, তা থেকে উল্লিখিত অনিয়ম দূর করতে যথাযথ দিকনির্দেশনা দেয়া হবে বলেই আমরা আশা করব।